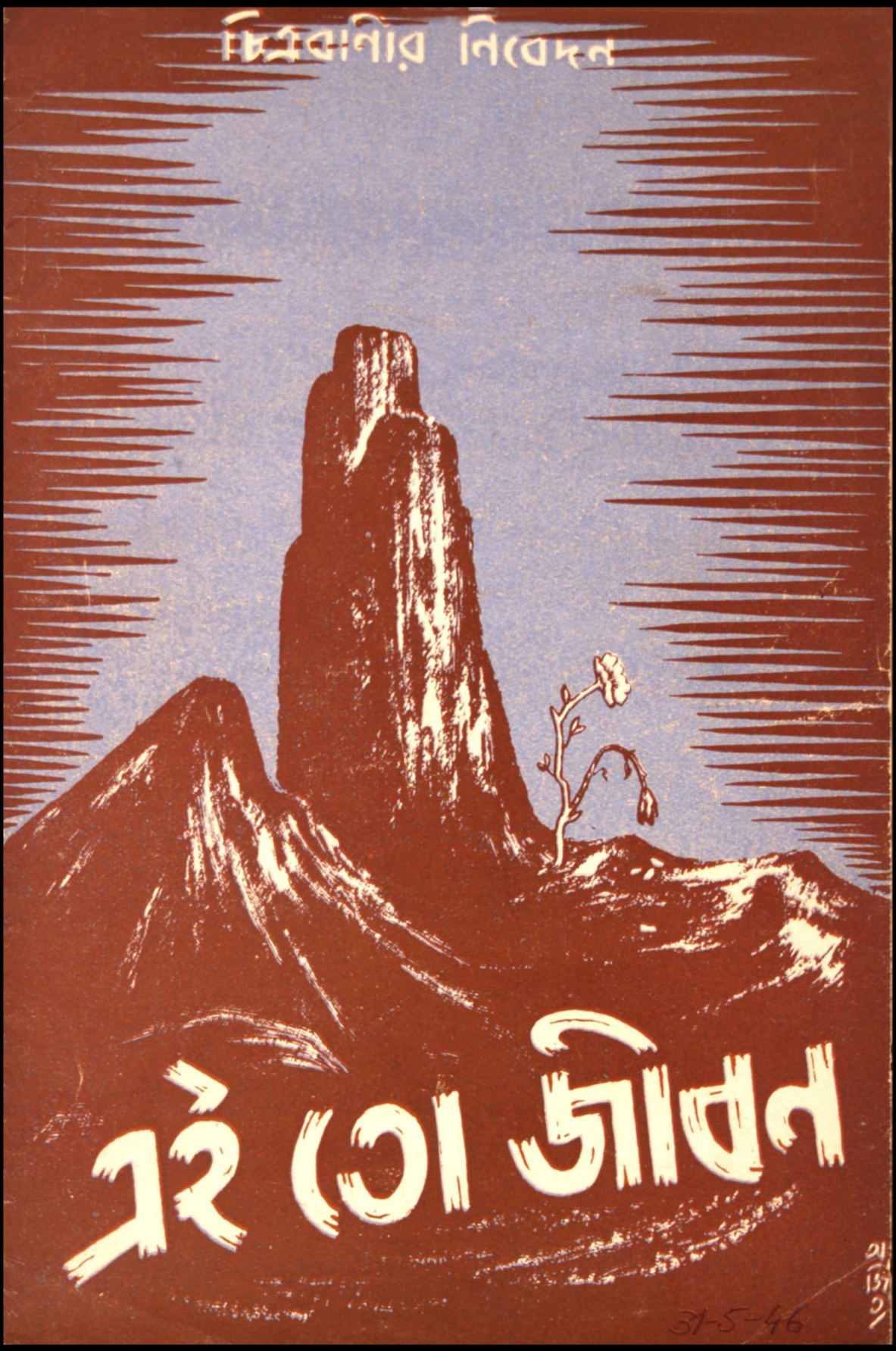

চিত্রবাণীর নিবেদন
এই তো জীবন
31-5-46

# চিত্রবাণীর অবদান

# এই তো জীবন

কাহিনী ও সংলাপ—শৈলজানন্দ
প্রযোজনা—নীরেন লাহিড়ী
পরিচালনা—ধীরেশ ঘোষ ও মানু সেন
সংগীত পরিচালনা—কালীপদ সেন ও গোপেন মল্লিক
গীতিকার—প্রণব রায়
নৃত্য পরিচালনা—মণি বর্ধন

চিত্রশিল্পী—সুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রী—সত্যেন ঘোষ
শিল্প-নির্দেশ—বীরেন নাগ ও সুনীল সরকার
সম্পাদনা—সন্তোষ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপনা—সুধীর সরকার
রসায়নাধ্যক্ষ—ধীরেন দাসগুপ্ত
স্থির-চিত্র—সত্য সান্যাল

## সহকারী বৃন্দ

পরিচালনায়—পরিমল ঘোষাল ও বিনু বর্ধন
চিত্রশিল্পে—বিশু চক্রবর্তী ও অনিল গুপ্ত
শব্দগ্রহণে—সিদ্ধি নাগ
সম্পাদনায়—নীরেন চক্রবর্তী

রসায়নে—শম্ভু, মজু
রূপশিল্পে—প্রাণানন্দ গোস্বামী ও সুধীর দত্ত
রূপসজ্জায়—ফকির, মদন
আলোক-নিয়ন্ত্রণে—অমিয় ঘোষ

ব্যবস্থাপনায়—বলাই বসাক ও রবি বোস

## সর্বাধ্যক্ষ—আর, কে, দাস

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

ক্যালকাটা মেডিকেল হল ( কালীঘাট )
শঙ্কর ফার্মেসী ( শ্যামবাজার )
ইণ্টারন্যাশনাল টায়ারস এণ্ড মোটরস্ কোং লিঃ, কলিকাতা।

## ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

### পরিবেশক—ফেমাস্ পিক্‌চার্স

—রূপায়ণে—

সুনন্দা দেবী
প্রভা
সীতা দেবী
মনোরমা
মুকুলজ্যোতি

নিভাননী
অমিতা বসু
বিজলী
সরোজ বসু

জহর গাঙ্গুলী
ইন্দু মুখার্জি
জীবেন বসু
হরিধন মুখার্জি

তুলসী লাহিড়ী
শ্যাম লাহা
তুলসী চক্রবর্তী
বিপিন মুখার্জি

# এই তো জীবন

বিনোদ বি, এ, পাশ, টিউশনী করে সংসার চালায়। বিধবা মা ও বিবাহ-যোগ্যা বোন লতিকাকে নিয়ে তার সংসার। বিনোদের ইচ্ছা এম, এ পড়ে, কিন্তু সামান্য টিউশনীর টাকায় এম, এ পড়া ও সংসার কোনটাই চলে না।

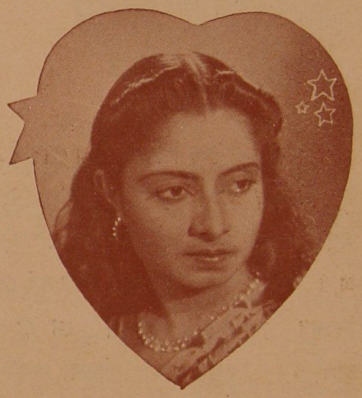

অবস্থাপন্ন বিপত্নীক বাড়ীওয়ালা হরিশ বাবু একমাত্র কন্যা শান্তিকে নিয়ে নীচতলায় থাকেন—দোতলায় ভাড়া থাকে বিনোদেরা। মেয়ের বিয়ের জন্যে হরিশ বাবু ব্যস্ত—বিনোদকে তাঁর খুব পছন্দ ঘটক লাগালেন বিনোদের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে। বিনোদের পড়ার খরচ দিতে হরিশ বাবু রাজী। কিন্তু ঝগড়াটে মেয়ে শান্তিকে বিয়ে করতে বিনোদ নারাজ—সম্বন্ধ যায় ফিরে।

প্রথম সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেলেও শেষ পর্য্যন্ত মায়ের আগ্রহাতিশয্যে ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিনোদ ঘটকের মধ্যস্থতায় বিয়ে করলো ধনী অভিজাত পিতার শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা নন্দরাণীকে। শ্বশুর অবিনাশবাবু আশ্বাস দিলেন—বিনোদের সংসারের ভার গ্রহণ করবেন আর এম, এও পড়াবেন।

বিলাস ও প্রাচুর্য্যের মাঝে লালিতা নন্দরাণী কিন্তু সাধ্বী হিন্দু রমণীর মতনই তার গরীব স্বামীর ঘরকে আপন করে নেয়। তবু তার স্বামী সুস্থ সবল শিক্ষিত যুবক হয়েও শ্বশুরের অর্থের উপর নির্ভর করবে এটা নন্দা কিছুতেই সহ্য করতে

পারে না। তার আত্মমর্য্যাদায় চরম ঘা খেলো সেদিন—যেদিন নন্দা তার মামার কাছ থেকে জানতে পারলে যে তার মা বিনোদকে কোন রকম সাহায্য করতে নিষেধ করেছেন তার বাবাকে। নন্দা সরাসরি বিনোদকে নিষেধ করল কোন রকমের সাহায্য যেন সে না নেয় শ্বশুরের কাছ থেকে। বাপ মায়ের নিষেধ সত্বেও নন্দা জানায়—মা তার নিজের মা নয়, সৎমা।

বিনোদের উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন গেল টুটে, উচ্চাকাঙ্খা গেল ধূলিসাৎ হয়ে।

বিনোদ পড়া ছাড়লো, কারখানায় নিলো চাকরী। একদিকে পারিবারিক অশান্তি অন্য দিকে দারিদ্র্য, তার উপর এমনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি! শক্তিতে কুলাক আর নাই কুলাক দু মুঠো ভাতের জোগাড় তাকে করতেই হবে—স্ত্রীর কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ সে দেবেই—শ্বশুরের সাহায্য ছাড়াই সংসার সে চালাবে। কিন্তু বাধা পড়লো একদিন—যেদিন কাশির সঙ্গে ও আবিষ্কার করলো রক্ত। ছুটে যায় বিনোদ তার একমাত্র বন্ধু ডাক্তারের কাছে—ডাক্তার রায় দেয় 'যক্ষা'; আর তার সঙ্গে দেয় প্রচুর আশ্বাস ও এক তাড়া নোট।

কিন্তু গোল বাধলো এই টাকা নিয়ে। নন্দরাণী ভাবলো স্বামী বুঝি আবার তার বাবার কাছ থেকে টাকা এনেছে; বিনোদ আপত্তি জানায়—এ তার বাবার টাকা নয়; কিন্তু নন্দা বিশ্বাস করে না। রাগারাগি করে ঘরময় ছড়িয়ে দেয় নোট গুলি।

ডাক্তারের উপদেশ মত আর কারো ছোঁয়াচ যেন না লাগে তাই বোন লতিকাকে দিয়ে বিনোদ জানায়—আজ থেকে নন্দা শোবেনা তার ঘরে।

বিনোদের অসুখের খবর নন্দা জানে না—সে ভুল বুঝলো স্বামীকে—স্ত্রী থাকবে না স্বামীর সঙ্গে—নারীত্বের এত বড় অবমাননা নন্দাকে দিল প্রচণ্ড আঘাত অপমানে দুঃখে স্বামীর ঘর ছেড়ে সে চলে যায় বাপের বাড়ী।

নন্দার মা মেয়ের অদ্ভুত আচরণের কূল কিনারা না পেয়েচর পাঠালেন ভাই জগাকে মেয়ের শ্বশুর বাড়ী। মামার মুখে স্বামীর অসুখের কথা শুনতে পেয়ে নন্দা ছুটে আসে স্বামীর ঘরে। দিবারাত্রি অক্লান্ত সেবা করে—একে একে নিজের গহনা বিক্রী করে ওষুধ পথ্যের জোগাড় করে—মরণের সাথে অশ্রান্ত যুদ্ধ করে শেষ অবধি জয়ী হয় নন্দরাণী। ডাক্তার রায় দিলেন—বিনোদ এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত—এখন একমাত্র প্রয়োজন বায়ু পরিবর্ত্তন। নন্দার অন্তর আজ পরিপূর্ণ—স্বর্গের দেবতাকে ও প্রণতি জানায়।



কিন্তু অবশ্যম্ভাবীকে নন্দরাণী এড়াতে পারলো না—সারাক্ষণ রোগীর সাহচর্য্যে নন্দরাণীকেও ধরলো যক্ষারোগে—রোগের কথা সে রাখে গোপন—অবশিষ্ট গহনাগুলি বিক্রীকরে টাকা জোগাড় করে বিনোদকে পাঠায় স্বাস্থ্যকর স্থানে, কিন্তু নিজে সঙ্গে যেতে রাজী হয় না কিছুতেই। বিনোদের কাছে তার স্ত্রী যেন একটা দুর্জ্জেয় রহস্য—স্বামীকে মৃত্যুর পার থেকে ফিরিয়ে এনে আজ আর স্বামীকে সে দিতে চায় না সঙ্গ!

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, নতুন জীবন, মধুর স্বপ্ন, নতুন করে সংসার বাঁধবার উদ্দীপনা নিয়ে বিনোদ ফিরে আসে কলকাতায়।

স্বপ্ন তার সফল হ'ল কি—? মিলন রাগিনী আবার কি উঠল বেজে—?......

## চিত্রবাণীর আগামী নিবেদন

| রাত্রি | ? |
|---|---|
| পরিচালনা : মানু সেন | কাহিনী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় |
| কাহিনীঃ পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় | পরিচালনা : ধীরেশ ঘোষ |

আঁখি যারে নাহি জানে,
মন বলে, জানি তারে,
(সে যে) গোপনে বেঁধেছে হিয়া
অলখ কুসুম-হারে।
ক্ষণে ক্ষণে মোর আকাশে
(তার) ইসারা জাগে আভাসে,
সে যেন রে সোনার হরিণ
(কোন) মায়া-সরসীর পারে॥
মধু মালতীর বনে
(যবে) উতলা বাতাস বহে,
সে যেন আমার কাণে
(মৃদু) মর্মরবাণী কহে।
(মোর) স্বপনের বাসর-ঘরে
শুধু তারি ছায়া যে পড়ে,
(মোর) হিয়া যেন অভিসারিকা,
চলে তারি অভিসারে॥

সংগীত পরিচালনা :—কালীপদ সেন

---

কাল রাতের স্বপনে আমি
আধো আলো জোছনায়,
সে এক নতুন দেশ
দেখেছি গো নিরালায়।
সেথা কোন ফুল ফোটে গো,
বল, কোন চাঁদ ওঠে গো ;
কোন সুরে পাখী গায়—
বল কোন সে নতুন দেশ,
তুমি দেখেছ গো নিরালায়॥
সেথা বনে বনে ফুল ফোটে না,
—ফোটে মনের বন-ছায়ায়।
আমি যে দেখেছি চাঁদ,
মোর প্রিয়ের আঁখি তারায়॥
শুধু দু'জনে বেঁধেছি ঘর
সেই মাধবী রাতের দেশে,
আমি আধখানি মালা গাঁথি
আর আধখানি গাঁথে সে।
সেথা কুসুমে নাহি যে কাঁটা
নাহি বিরহ ভালবাসায়—
সে এক নতুন দেশ
দেখেছি গো নিরালায়॥

সংগীত পরিচালনা :—গোপেন মল্লিক

বলিস নে আর বনের পাখি পিয়া পিয়া নাম।
(লোকে) পরবাসে পর হ'য়ে যায় রে,
আগে সে কি জানিতাম!
(ওরে) এমন নতুন চাঁদের মাসে
(বন্ধু) যাবে যদি পরবাসে,
(তবে) মালার কিরা না দিয়া তায়,
মাথার কিরা-তাই দিতাম॥
(ওরে এপারেতে লাগে নদীর ওপার হতে ঢেউ,
আমার মনের কথাটী আজ বুঝবে না কি কেউ?
পিয়া বিনে বাসর-মালা
(দেয়) কাল-নাগিনীর সমান জ্বালা,
(বুঝি) সে পেয়েছে শত রাধা
আমার শুধু একটী শ্যাম।

সংগীত পরিচালনা :—কালীপদ সেন

---

এস বঁধু এস ফিরে মোর বিরহের মন্দিরে,
মিলন মাধুরী নিয়ে এস মোর শূন্য ভুবন ঘিরে।
ওগো অকরুণ প্রিয়তম
তবু চির-বাঞ্ছিত মম,
ফিরে এস মোর দিনের জাগায় নিশীথ অশ্রুনীরে॥
তোমারে হারায়ে বঁধু, মোর হল না কিছুই পাওয়া,
এক জনমে মিটাও আমার শত জনমের চাওয়া।
এস তৃষিত আমার প্রাণে,
এস মোর বিরহের ধ্যানে
জীবনে আমার নাই এলে যদি এস মরণের তীরে।

সংগীত পরিচালনা :—গোপেন মল্লিক

For your selection, we have always a wide range of Finest Guinea Gold and Stone-Set Jewellery to offer. Individual design is also made to please your caprice.
Making Charges Moderate.

M.B. Sirkar & Sons

LEADING GUINEA GOLD JEWELLERS
AND DIAMOND MERCHANTS

124, 124/1, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA. PHONE: B. B. 1761

COMARTS

Printed by the Imperial Art Cottage, 1A, Tagore Castle Street. Calcutta.
Compiled & Published by Phanindra Paul.

As. -/3/-